Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 1

বলিউড ছেড়ে চাষে মন মালিনীর

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

বইমেলার নতুন কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার

৮ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২৬ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৪ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

নেপালে নিখোঁজ ১০৫ ভারতীয়-সহ ৪০০ কৈলাসযাত্রী!

পাকিস্তানের হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড! মৃত ১৫ সদ্যোজাত

ওমর আবদুল্লার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে কংগ্রেস

রাসুয়ায় হড়পা বানে নিশ্চিহ্ন একাধিক গ্রাম

নিখোঁজ হাজার ! পাশে ভারত

নয়া জামানা ঃ তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া নেপালের রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে একাধিক গ্রাম। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকা ফুলে-ফেঁপে ওঠে ভোতে কোশি নদী। প্রবল স্রোতে ভেসে যায় কয়েকটি গ্রাম এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের এলাকা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১০০০ জন হড়পা বানে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন, যদিও এই সংখ্যা সরকারি ভাবে এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত সরকারি সূত্রে ১৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং সাড়ে তিনশোরও বেশি মানুষ নিখোঁজ, যাঁদের মধ্যে ১০৫ জন ভারতীয় পর্যটকও রয়েছেন।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাসুয়ার স্যাপ্রুবেশি ও তিমুরে এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তিব্বতের দিক থেকে আসা ভোতে কোশি নদীতে আচমকা জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে জানিয়েছে নেপাল প্রশাসন। এই জলস্রোত ত্রিশূলী নদীর অববাহিকাতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কায় নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান ও গোরখা জেলার বাসিন্দাদের সতর্ক করে নিরাপদ উঁচু এলাকায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু হলেও দুর্গম পাহাড়ি পথ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামোর জেরে সমস্যায় পড়ছে উদ্ধারকারী দল।পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। তাঁর উপদেষ্টা অসীম শাহ জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জেলাশাসকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন তিনি।বিপর্যয়ের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন ভারতও। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফোনে বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং মৃতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করে উদ্ধার ও ত্রাণে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টেও তিনি নেপালকে পাশে থাকার বার্তা দেন।ভারতীয় বায়ুসেনাও উদ্ধারকাজে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সবুজ সঙ্কেত পেলেই সি-১৭ ও সি-১৩০ বিমানে ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ ও আর্থ মুভিং ইক্যুইপমেন্ট নিয়ে নেপাল রওনা দেবে ভারত। সি-১৩০ বিমান আজই এবং সি-১৭ আগামিকাল দুপুরে রওনা দেবে বলে সূত্রের খবর। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও।নেপালের এই জলোচ্ছ্বাস গণ্ডক ও কোশী নদী হয়ে বিহারে পৌঁছনোর আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতায় পাটনা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোন করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কেন্দ্র থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃত ও ডিজিপির নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের মনিটরিং কমিটি তৈরি হয়েছে। সীমান্তসংলগ্ন ৬টি জেলায় এনডিআরএফ টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

পড়ুয়াশূন্য স্কুলে ১৯ হাজার শিক্ষক

এক শিক্ষকের ভরসায় ২ লক্ষের বেশি পড়ুয়া

নয়া জামানাঃ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষার পরিকাঠামোয় ভয়াবহ বৈপরীত্য উঠে এসেছে। রাজ্যের ৪, ১৩৩টি স্কুলে বর্তমানে কোনও পড়ুয়া নেই, অথচ সেখানে কর্মরত রয়েছেন ১৯,৫০২ জন শিক্ষক। এই অসঙ্গতির জন্য কারিগরি ত্রুটিকে দায়ী করেছেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ। তাঁর দাবি, বহু বেসরকারি স্কুল পোর্টালে শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোড না করায় সংখ্যা শূন্য দেখাচ্ছে।

উল্টো দিকে, রাজ্যের ৬,৭৬৯টি স্কুল চলছে মাত্র এক জন শিক্ষক দিয়ে, যেখানে পড়াশোনা করছে ২ লক্ষ ২৯ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। মন্ত্রী এর জন্য বিগত ১৫ বছরের নিয়োগ-দুর্নীতিকে দায়ী করে জানান, বছরের শেষে সমস্যা মিটবে।রাজ্যের মোট ৯৩,১৪৭টি স্কুলের মধ্যে ৮ শতাংশে পড়ুয়া ১০ জনের কম, আবার ৮.৫ শতাংশে ৫০০ জনেরও বেশি।

এই ভারসাম্যহীনতা দূর করতে উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের ঘাটতি থাকা স্কুলে বদলির প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার বলে জানান মন্ত্রী।

নেপালের হড়পা বানের প্রভাব ভারতেও !

বিহার-উত্তরপ্রদেশে হাই অ্যালার্ট

নয়া জামানা ঃ নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের প্রভাব এসে পড়ল ভারতেও। বিহার-নেপাল সীমান্তে রসুয়াগড়ি শুল্ক দপ্তরের ৩৫ জন কর্মীর মধ্যে ১৪ জন নিখোঁজ, যাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নেপালে ইতিমধ্যেই ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, তবে তাতে ভারতীয় নেই। নেপালে গিয়ে অন্তত ১৩৩ জন ভারতীয় নিখোঁজ বলেও খ বর।নেপাল থেকে বয়ে আসা গণ্ডক ও কোশী নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে বিহারে। তিব্বত-নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকা নারায়ণী নদীই বিহারে গণ্ডক নামে পরিচিত। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি জানান, নেপাল থেকে গত কয়েক ঘণ্টায় ৮৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে, যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে

গণ্ডক ব্যারেজের ৩৬টি গেটই খুলে দেওয়া হয়েছে।পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোনে কথা বলেন সম্রাট চৌধুরির সঙ্গে, সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। উত্তরপ্রদেশেও নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে হাই অ্যালার্ট জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিপজ্জনক এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরানোর কাজও শুরু হয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 2

জেদ থেকে সাফল্য

মালদার সফল উদ্যোগপতি অর্পিতা

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা

গৌড়বঙ্গের ঐতিহ্যের শহর মালদা আজ এক নতুন সাফল্যের গল্পের সাক্ষী। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা এবং মনে লালন করা এক চিলতে স্বপ্ন কীভাবে একজন সাধারণ মানুষকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ অর্পিতা সাহা।গৌড়বঙ্গের অজস্র নারী ও পুরুষের কাছে অনুপ্রেরণার এক নতুন নাম। ৪৫ বছর বয়সী এই সফল মহিলা উদ্যোগপতি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে এবং ইচ্ছা যদি থাকে অদম্য,তবে জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতেই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব।

অর্পিতাদেবীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালদা জেলায়।গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশেই কেঁটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর।ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে কাজ করত এক বিশেষ জেদ নিজের পরিচিতি নিজে তৈরি করার জেদ।আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো শুধুমাত্র বাঁধাধরা জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত হতে চাননি।পরিবারে কোনো আর্থিক অনটন ছিল না, ছিল না কোনো পারিবারিক বাধা বা প্রতিকূলতা।তবুও ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনের গভীরে বাসা বেঁধেছিল নিজে কিছু একটা করার এবং ব্যবসা করে নিজের শক্তিতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন।প্রাথমিক পাঠ শেষ করার পর তিনি ভর্তি হন মালদার ঐতিহ্যবাহী চিন্তামণি হাই স্কুলে।সেখান থেকেই তাঁর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। স্কুলের দিনগুলিতেই সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনচেতা মানসিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর জীবনের গতিপথ খানিকটা পরিবর্তিত হয়।নানা পারিবারিক ও সামাজিক কারণে খুব অল্প বয়সেই তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বিয়ের পর জীবনের স্বাভাবিক গতিতে কিছুটা ছেদ পড়লেও, তাঁর মনের ভেতরে থাকা উদ্যোগপতি হওয়ার স্বপ্ন কিন্তু বিন্দুমাত্র ম্লান হয়ে যায়নি।

বিয়ের পর অর্পিতাদেবী পাশে পান তাঁর স্বামী রাজা সাহাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের পর নারীদের স্বপ্ন থমকে গেলেও, অর্পিতাদেবীর ক্ষেত্রে চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।স্বামী রাজা সাহা কেবল তাঁর জীবনসঙ্গীই নন হয়ে ওঠেন তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক ও উৎসাহদাতা। অর্পিতাদেবী সব সময় বলেন, আজকের এই অবস্থানে পৌঁছানোর পেছনে তাঁর স্বামীর অবদান ও প্রেরণা অপরিসীম। স্বামীর উৎসাহ, পরামর্শ এবং নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনই তাঁকে নতুন করে ব্যবসার জগতে পা রাখার সাহস যুগিয়েছিল।

উদ্যোগপতি হিসেবে অর্পিতাদেবীর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল পোশাক শিল্প বা ক্লথিং বিজনেসের মাধ্যমে। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি সফলতার সাথে জামাকাপড় ও রেডিমেড পোশাকের ব্যবসা পরিচালনা করেন।পোশাকের ব্যবসায় তিনি অর্জন করেছিলেন প্রচুর অভিজ্ঞতা ও গ্রাহকদের আস্থা।কিন্তু একজন প্রকৃত উদ্যোগপতির বৈশিষ্ট্যই হলো নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ করা।দীর্ঘ এক দশকের পোশাক ব্যবসা সামলানোর পর তিনি উপলব্ধি করেন, খাদ্য বা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষের রুচি ও চাহিদার এক বিশাল সুযোগ রয়েছে।আর সেই ভাবনা থেকেই তিনি নিজের ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন।

পোশাকের ব্যবসা ছেড়ে খাবারের ব্যবসায় পা রাখা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু অর্পিতাদেবী পিছু হটার পাত্রী ছিলেন না।তিনি বাঙালির আবেগের সাথে জড়িয়ে থাকা বিখ্যাত বাঙালি খাদ্য সংস্থা 'ভজহরি মান্না'-র ফ্র্যাঞ্চাইজি বা আউটলেট মালদায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। ২০১৫ সালে তিনি প্রথম এই ফুড আউটলেটটি মালদায় শুরু করার জন্য প্রাথমিক চিন্তাভাবনা ও রূপরেখা তৈরি করেন।স্থান নির্বাচন, বাজার গবেষণা,কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং গুণগত মান বজায় রাখার মতো নানা দিক নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা চালান।অবশেষে তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমে সাফল্য আসে ২০২৬ সালের ১৫ এপ্রিল (পয়লা বৈশাখ) মালদার কেন্দ্রস্থল সরযু প্রসাদ রোড সংলগ্ন এলাকায় জমকালোভাবে শুভ সূচনা হয় 'ভজহরি মান্না' আউটলেটের।

মালদার মতো শহরে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের এই আউটলেট চালু হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক সাড়া মেলে। অর্পিতাদেবী নিজে প্রতিদিন এই আউটলেটে উপস্থিত থাকেন এবং সম্পূর্ণ ব্যবসা পরিচালনা করেন।তাঁর তদারকিতেই প্রস্তুত হয় খাঁটি বাঙালি স্বাদের নানা পদ। গ্রাহকদের সাথে সরাসরি সুসম্পর্ক রক্ষা করা,খাবারের মান নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কর্মীদের পরিচালনা করার কাজে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ব্যবসায়িক ব্যস্ততার পাশাপাশি একজন আদর্শ মা হিসেবেও তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন নিখুঁতভাবে।তাঁর একমাত্র ছেলে বর্তমানে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পড়াশোনা করছেন এবং ভবিষ্যতের চিকিৎসক হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। অর্পিতাদেবী মনে করেন, একজন নারী চাইলেই সংসার, সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা এবং নিজের ব্যবসাকে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।এর জন্য প্রয়োজন শুধু সময় ব্যবস্থাপনা এবং ইচ্ছাশক্তি।

ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও অর্পিতা সাহা এক উজ্জ্বল নাম। ব্যবসার অর্জিত লভ্যাংশ কেবল নিজের জন্য ব্যয় না করে, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি সদা সচেষ্ট। প্রতি বছর দুর্গাপূজার প্রাক্কালে তিনি দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন।শুধুমাত্র বস্ত্রদান করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন না,দুর্গাপুজার ষষ্ঠীর দিনে এই শিশুদের নিজের গাড়িতে করে শহরের সেরা প্যান্ডেলগুলি ঘুরিয়ে ঠাকুর দেখান এবং তাদের জন্য সুন্দর মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।এ ছাড়া ক্রীড়ামোদী হিসেবেও তিনি স্থানীয় তরুণদের উৎসাহিত করেন। প্রতি বছর মার্চ মাসে আয়োজিত এমপিএল (ঞঙ্কঞ্জ) গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা খেলাধুলার প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ দেয়।

আজ অর্পিতা সাহা কেবল মালদা জেলারই নন সমগ্র গৌড়বঙ্গের মহিলা উদ্যোগপতিদের মধ্যে এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।তিনি প্রমাণ করেছেন যে,ব্যবসা করার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা বা অভাবের প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন কেবল স্বপ্নের প্রতি নিষ্ঠা।বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণী, যারা কেবল একটা নিরাপদ সরকারি বা বেসরকারি চাকরির পেছনে ছুটে চলেছে, তাদের উদ্দেশ্যে অর্পিতাদেবীর বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন;চাকরি করা কখনো খারাপ হতে পারে না কিন্তু শুধুই একটা চাকরির আশায় নিজের মূল্যবান সময় ও মেধা নষ্ট করা ঠিক নয়।আমরা যদি কেবল অন্যের অধীনে চাকরি খোঁজার মানসিকতা নিয়ে থাকি তবে কর্মসংস্থান তৈরি করবে কে? আজ সময় এসেছে নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করার। নতুন প্রজন্মকে শুধু চাকরিপ্রার্থী না হয়ে অনেকসময় চাকরিদাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। ব্যবসা মানে শুধুই টাকা উপার্জন নয়, ব্যবসা হলো একটি সম্ভাবনা, যেখানে আপনি নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন এবং আরও দশজন মানুষের জীবিকার সংস্থান করে দিতে পারবেন।শুরুতেই বিশাল পুঁজি বা অনেক বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না,একটি ছোট সঠিক চিন্তাভাবনা ও অদম্য জেদ নিয়ে মাঠে নেমে পড়াই আসল কথা।ব্যবসায় ওঠানামা আসবে, কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে কিন্তু যে ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে পারবে সাফল্য তার কাছে আসবেই।

তাই তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার আহ্বান, তোমাদের ভেতরের নতুন ধারণা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাও, উদ্যোগপতি হও এবং নিজের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ নাও।

মালদার বুকে নিজের প্রতিষ্ঠিত ফুড আউটলেট সফলভাবে পরিচালনা করা-অর্পিতা সাহার এই বর্ণময় জীবনকাহিনী নিঃসন্দেহে আজকের সমাজে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।কোনো নেতিবাচকতা বা প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং ইতিবাচক ভাবনা, পারিবারিক সমর্থন এবং মনের তীব্র জেদকে সম্বল করে কীভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো যায়, অর্পিতা সাহা তার এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত।গৌড়বঙ্গের নারী সমাজ আজ তাঁকে দেখে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বুনছে আর নতুন প্রজন্ম খুঁজে পাচ্ছে স্বনির্ভর হওয়ার নতুন অনুপ্রেরণা।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 3

যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম ৮ বি-তে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা, কলকাতাঃ যাদবপুরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার আগেই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই পথেই এবার এগোচ্ছেন তিনি। আগামী ২৮ অগস্ট, অর্থাৎ শুক্রবার যাদবপুরের ৮ বি বাসস্ট্যান্ডে বন্দে মাতরম গাইতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। সেখানে দশ হাজার কণ্ঠে গাওয়া হবে এই গান।গত সপ্তাহে বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনা ঘটে। বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপি-র মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যাতে হাতাহাতিতে আহত হন বেশ কয়েকজন ছাত্র। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। দুপক্ষই পরস্পরকে দোষারোপ করে এই ঘটনার জন্য। এই অশান্তির মধ্যেই ভাঙচুর করা হয় নন্দলাল বসুর তৈরি শতদল এমব্লেম।এই ঘটনা প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম গাইতে দেওয়া হয় না, জাতীয় পতাকা ওড়ে না, শিক্ষা দফতরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে বাধা দেওয়া হয়। তবে যাদবপুরের ভিতরে ও বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা হবেই বলে জানান তিনি।তাঁর সংযোজন, যাঁরা ২৬ জানুয়ারি বা ১৫ অগস্ট পালন করেন না, সংবাদমাধ্যমের একাংশ তাঁদের পক্ষ নিলেও সরকার নিজের অবস্থান থেকে সরবে না।শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই এই সরকার এসেছে বলে দাবি করেন তিনি। রাষ্ট্রবাদ, সনাতন সংস্কৃতি, বন্দে মাতরম, তেরঙ্গা, রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি-বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বরের প্রতি আস্থার প্রশ্নে কোনও সমঝোতা হবে না বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।এরপরই দশ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম গাওয়ার ঘোষণা করেন তিনি। সেই মতো আগামী শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং।

ফুটপাথ দখল ফ্যাশন, সরাতেই হবেমন্ত্রী দিলীপ

নয়া জামানা, কলকাতাঃ ফুটপাথ দখলকে ফ্যাশন বলে কটাক্ষ করে শহরের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বুধবার তিনি বলেন,ফুটপাথ দখল একটা ফ্যাশন পশ্চিমবাংলায়। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ফায়দার জন্য এতদিন তা দখলমুক্ত করেননি। কিন্তু এটা করতেই হবে। লোকে এখন অ্যাডজাস্ট করছে।শহরের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে বিজেপি সরকার শুরু থেকেই উদ্যোগী। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছেন। সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটের কাছে ফুটপাথে এক মহিলাকে শিশুর দুধ গরম করতে দেখে তিনি আপত্তি জানান। পরে জানা যায়, পরিবারটি ফুটপাথেই থাকে এবং তাদের কোনও বাড়ি নেই। ঘটনাটি ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।মঙ্গলবার বিধায়ক সজল ঘোষ ওই পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী পরিবারটির জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পুরসভাকে নির্দেশ দেন।এদিন দিলীপ বলেন, যানবাহন ও মানুষের চলাচল বেড়েছে। ফলে ফুটপাথ দখল থাকলে সমস্যা বাড়ছে। তাঁর কথায়, দখল সরালে রাস্তা অনেকটাই প্রশস্ত হবে। ওই পরিবারের সঙ্গে তাঁরও দেখা হয়েছে বলে জানান তিনি। পরিবারটি মুখ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখছে বলেও জানান মন্ত্রী। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে সকলের সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, পুরো কাজ শেষ হতে কিছুটা সময় লাগবে।

এবার কলকাতা পুরভোটে সনাতনী মেয়র লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন সুকান্ত

নয়া জামানা,কলকাতাঃ কলকাতা পুরসভা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব নিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, এবার কলকাতা পুরসভায় সনাতনী মেয়র বসবে। তিনি বলেন, পুরসভার লোগোয় থাকা পদ্মফুল ও স্বস্তিকের প্রসঙ্গ টেনে কলকাতা পুরসভা পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলে দাবি করেন।প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দল একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরি করবে বলে জানান সুকান্ত। সমাজের সব স্তরের মানুষকে বিবেচনায় রাখা হবে, তবে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ও দীর্ঘদিনের দলীয় কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সবার সঙ্গে আলোচনার পর রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। অতি উৎসাহী নেতাদেরও সতর্ক করেন তিনি।বিধানসভা ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে সুকান্ত জানান, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টিতে বিজেপি এগিয়ে ছিল। বর্তমানে ওয়ার্ড সংখ্যা ২০৯, যার মধ্যে ১৭০-১৮০টিতে জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছে দল।

ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত মেট্রো ? ইঙ্গিত পরিবহণমন্ত্রীর

নয়া জামানা, কলকাতাঃ রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন গতি পেয়েছে মেট্রোর কাজ। চিংড়িহাটায় বাকি থাকা মেট্রোর কাজ ফের শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ব্যারাকপুরে দ্রুত মেট্রো চালুর আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরই মধ্যে বড় ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, এবার মেট্রো ছুটতে পারে কল্যাণী এইমস পর্যন্ত।মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, মেট্রোর সম্প্রসারণ শুধু বরাহনগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে কল্যাণী এইমস হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এর ফলে শুধু ব্যারাকপুর নয়, বসিরহাট, হুগলি, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের মানুষও দ্রুত এইমসে পৌঁছতে পারবেন।মন্ত্রী বলেন, অনেকেরই দাবি, ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী এইমস হাসপাতাল অবধি মেট্রো চলুক। আমার আশা, ভবিষ্যতে তা হবে। কল্যাণী রোডের উপর দিয়ে যাবে। জায়গা আছে। এই প্রস্তাব আগেই দিয়েছি।এই সম্ভাবনায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। এক বাসিন্দা বলেন, মেট্রো চালু হলে যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা হবে এবং দীর্ঘদিনের এই দাবি তৃণমূল সরকার পূরণ না করলেও বিজেপি সরকার করলে তাঁরা খুশি হবেন। আরেক বাসিন্দাও একই আশা প্রকাশ করে বলেন, সত্যিই মেট্রো চালু হলে এলাকার মানুষের বিশেষ উপকার হবে।ব্যারাকপুরে দ্রুত মেট্রো চালুর আশ্বাস আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে এই প্রকল্পে কলকাতা পুরনিগমের ছাড়পত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। সেই মতোই পিঙ্ক লাইন মেট্রো প্রকল্পে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতা পুরনিগমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরুন বাংলাতেই কাজের লক্ষ্যে নবান্নের অভিযান

নয়া জামানা,কলকাতাঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে বাংলাতেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, তাঁরা যেন রাজ্যে ফিরে আসেন, কারণ এখানে প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যেই এবার তৎপর হল নবান্ন।নবান্ন সূত্রে খবর, বাংলার শ্রমিকদের বাংলাতেই কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে রাজ্যে ফেরাতে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে প্রথমে পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করা হবে। তারপর তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকে দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হবে।সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, চিহ্নিত পরিবারগুলিকে গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ডের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি যোগ্য পরিবারগুলিকে বছরে ১২৫ দিনের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯১ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদহ, তৃতীয় স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং চতুর্থ স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর। পঞ্চম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। এই তালিকায় এরপরেই রয়েছে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলা।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 4

সম্পাদকীয়

২৬ আগষ্ট ২০২৬ ।। বুধবার

চিনিতে তেতো উৎসব

উৎসবের মরশুম দরজায় কড়া নাড়ছে।অথচ তার আগেই গৃহস্থের হেঁশেলে চিনির স্বাদ তেতো।মাত্র দু'মাসে চিনির দাম প্রায় ৮০ শতাংশ বেড়ে খোলা বাজারে কেজি ৭০, ৭৫ টাকা। বাজারের ইঙ্গিত,সামনে দাম আরও চড়তে পারে।প্রশ্ন একটাই-উৎসবের মিষ্টি কি এবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে ?চিনির এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। গত বর্ষায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অস্বাভাবিক অতিবৃষ্টিতে আখের ফলন মার খেয়েছে। জলমগ্ন জমিতে আখে দেখা দিয়েছে 'রেড রট' রোগ ও পোকার আক্রমণ। দীর্ঘদিন জলে ডুবে থাকায় আখে শর্করার পরিমাণও কমেছে। ফলে প্রত্যাশার তুলনায় চিনির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইথানল নীতি।পেট্রোলে ইথানল মেশানোর লক্ষ্য পূরণে আখের রস ও ঘন মিষ্টি রসের একটি অংশ চিনির বদলে ইথানল তৈরিতে ব্যবহার হয়েছে। জ্বালানি আমদানি কমানো নিঃসন্দেহে অর্থনীতির পক্ষে ইতিবাচক।কিন্তু প্রশ্ন হল,এর ফলে খাদ্যপণ্যের বাজারে কোনও চাপ তৈরি হচ্ছে কি না। নীতির সাফল্য শুধু জ্বালানি সাশ্রয়ে নয়,সাধারণ মানুষের রান্নাঘরের হিসাবেও মাপতে হবে।উৎপাদন কমেছে, মজুতের চাপ বেড়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারেও চিনির দাম চড়েছে।সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে অপরিশোধিত চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে,রফতানিতে নিয়ন্ত্রণ এনেছে এবং মজুতের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছে।বড় শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত মজুত রুখতে বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। মজুতদারি ও কৃত্রিম সংকট ঠেকাতে নজরদারিও জরুরি।তবে শুধু আমদানি করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বিদেশ থেকে অপরিশোধিত চিনি এনে তা দেশে প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারে পৌঁছতে সময় লাগবে। ততদিনে উৎসবের বাজার আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।সবচেয়ে বড় শিক্ষা এখানেই। কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও জ্বালানি নীতি আলাদা আলাদা খাতে দেখলে চলবে না।আবহাওয়ার পূর্বাভাস,আখের ফলন, চিনির মজুত এবং ইথানলের চাহিদা সবকিছুর সমন্বিত হিসাব আগেই করতে হবে।উৎসবের মরশুমে মিষ্টির হাঁড়ি যেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায় সেটাই এখন সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।কারণ চিনির দাম শুধু একটি পণ্যের দাম নয় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মিষ্টি, বিস্কুট, পানীয় থেকে শুরু করে অসংখ্য খাদ্যপণ্যের ভবিষ্যৎ মূল্য।উৎসবের আনন্দে তাই এখন একটাই প্রশ্ন-মিষ্টি থাকবে কিন্তু তার দাম কতটা তেতো হবে ?

সময়ের সন্ধিক্ষনে ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রাসঙ্গিকতা

এম ওয়াহেদুর রহমান

বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ জয় করেছে দিক - বিদিক ; একথা সমুত্থিত সত্য কিন্তু সময়ের সন্ধিক্ষণে ও হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিভাজন তথা অশান্তি হয়তো ক্রমশঃ ম্লান হয় নি। এই মহেন্দ্রক্ষণে মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মানবিক ও নৈতিক শিক্ষায় আমাদের জন্য হয়তো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি মানবেতিহাসের এক উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা। তাঁর শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জন্য সর্বদাই প্রাসঙ্গিক। কেননা তিনি মানবিক মর্যদা, ন্যায়বিচার, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ অর্থাৎ প্রায় মনুষত্ব বিবর্জিত সমাজে মানবতার মুক্তির চিরন্তন সওগাত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাই কি জর্জ বার্নাড'শ বলেছিলেন ' If all the world was united under one leader than Mohammad SSMV would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds- dogmas and ideoms to peace and happiness.ëy¤îû îy'# !Šéœ ò The strong and the weak- the big and the small are equal in the eye of law.ó

ফাতেহা দোয়াজ দাহাম বা ঈদে মিলাদুন্নবী কিংবা নবীর (হযরত মুহাম্মদ, সা.) জন্মোৎসব বা আনন্দোৎসব মুসলিম বিশ্বের নিকটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর জীবনাদর্শকে স্মরণের মধ্য দিয়েই ঈদে মীলাদুন্নবী সমগ্র মুসলিম উম্মাহ পালন করে থাকেন। ১২ ই রবিউল আওয়াল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্ম এবং ওফাত বা মৃত্যু দিবস, যা সমগ্র বিশ্বে ফাতেহা দোয়াজ দাহাম বা ঈদে মিলাদুন্নবী হিসাবে পালিত হয়। ' ফাতেহা ' আরবি শব্দ, অর্থ মোনাজাত বা দোয়া আর ' দোয়াজ দাহাম ' ফার্সি শব্দ, অর্থ বারো। অর্থাৎ রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর স্মরণে দোয়া বা প্রার্থনা করা হয়। সমগ্র বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ ১২ ই রবিউল আওয়াল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর্য তথা গভীর ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন।এই দিনটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামাজ, নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ, দান - সাদকা, গরিব ও দুস্থদের মধ্যে দান, খাবার বিতরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই পালন করা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পৃথিবীতে আগমন এক মহিমান্বিত ঘটনা। তাঁর আগমনে আরবের মরুপ্রান্তরে যেমন সত্য ও ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি তাঁর শিক্ষা পরবর্তীকালে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনকে আলোকিত করেছে। তিনি সারা বিশ্বকে আলো এবং শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর শিক্ষা শুধু কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তিনি এতিম, দরিদ্র, অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মানুষকে প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হতে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে ও অসহায়কে সাহায্য করতে উৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, নারীদের প্রতি সম্মান প্রদান এবং দারিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া - তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত সহজ - সরল, সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর ক্ষমা সর্বোপরি উদারতার আদর্শ আজও হয়তো বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের নিকটে পথপ্রদর্শক। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ছিল উত্তম চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর সত্যবাদীতা, আমানতদারি, ক্ষমাশীল, ধৈর্য্য, বিনয় ও দয়া মানুষকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করে আসছে। তিনি শিখিয়েছেন, মানুষের মর্যদা তার বংশ, সম্পদ বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, বরং তার চরিত্র ও নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। তিনি পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানবিক মর্যাদার উপর গুরত্ব আরোপ করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্মস্মরণে পালিত ঈদে মিলাদুন্নবী কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসব বা আনন্দোৎসবের দিন নয়, বরং তাঁর আর্দশ ও জীবনাদর্শনকে স্মরণ, অনুধাবন সর্বোপরি জীবনে বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। বর্তমান পৃথিবী এক গভীর পরিরর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্দতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে যখন মানুষে মানুষে বিভেদ, সংঘাত ও হিংসা হয়তো ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখনই হয়তো হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তাঁর আদর্শে ফুটে উঠেছে সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। অশান্ত, বিভক্ত ও মূল্যবোধের সংকটে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্য, ক্ষমা, সহমর্মিতা ও শান্তির শিক্ষা নতুন আশার আলো দেখাতে পারে। তাই ঈদে মিলাদুন্নবী হলো আত্মশুদ্ধির অঙ্গীকার, মানবতার সেবার অনুপ্রেরণা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক ও সুন্দর সমাজ গঠনের প্রত্যয়। কেননা ঈদে মিলাদুন্নবী শুধু একটি স্মরণীয় দিন নয় ; বরং এটি একটি আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নতি ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার একটি মহৎ উপলক্ষ। সময়ের সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রাসঙ্গিকতা আজও অনস্বীকার্য। প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক - মানবিকতা ও নৈতিকতার বিকল্প কখনো সৃষ্টি হয় না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন আমাদের সেই মানবিকতার পথ দেখায়।

বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ জয় করেছে দিক - বিদিক ; একথা সমুত্থিত সত্য কিন্তু সময়ের সন্ধিক্ষণে ও হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিভাজন তথা অশান্তি হয়তো ক্রমশঃ ম্লান হয় নি। এই মহেন্দ্রক্ষণে মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মানবিক ও নৈতিক শিক্ষায় আমাদের জন্য হয়তো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি মানবেতিহাসের এক উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা। তাঁর শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জন্য সর্বদাই প্রাসঙ্গিক। কেননা তিনি মানবিক মর্যদা, ন্যায়বিচার, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ অর্থাৎ প্রায় মনুষত্ব বিবর্জিত সমাজে মানবতার মুক্তির চিরন্তন সওগাত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 5

থাইল্যান্ডে ‘টিআইএএফ আইকোনিক স্টার এ্যায়ার্ড’পেলেন মিজানুর

নয়া জামানা,মালদা ঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের উজ্জ্বল হল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নাম। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আয়োজিত মর্যাদাপূর্ণ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সামিট ২০২৬-এ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ টিআইএএফ আইকোনিক স্টার এ্যায়ার্ড’এ সম্মানিত হলেন মালদার রতুয়ার বিশিষ্ট কবি ও লেখক মিজানুর রহমান।গত ২২ আগস্ট, শনিবার, ব্যাংককের হলিডে ইন ব্যাঙ্কক-এ বসেছিল এই আন্তর্জাতিক সম্মাননা অনুষ্ঠানের আসর।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সফল ব্যক্তিত্ব, উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ, সমাজ পরিবর্তনকারী এবং সৃজনশীল জগতের বিশিষ্টজনেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই মিজানুর রহমানের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক ও প্রশংসাপত্র।অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চের বিশাল ডিজিটাল পর্দায়

প্রদর্শিত হচ্ছিল মিজানুর রহমানের ছবি ও তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি। তা ঘিরে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যেও ছিল বিশেষ আগ্রহ।পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে মঞ্চে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হওয়ায় গর্বের আবহ তৈরি হয়।আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি পাওয়ার পর মিজানুর রহমান বলেন,এই অর্জন শুধু আমার একার নয়। এটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বমঞ্চের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এই সম্মান আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো লেখার প্রেরণা জোগাবে।এবিষয়ে মালদা জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মজিবুর রহমান জানান, ছেলের সাফল্যে আমি গর্বিত।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নেতৃত্ব, উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী কৃতী ব্যক্তিত্বদের আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মানিত করে আসছে টিআইএএফ। সেই মঞ্চে মিজানুর রহমানের এই স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক গৌরবের মুহূর্ত। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর এই সম্মাননা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিভারই আরও এক উজ্জ্বল পরিচয় বহন করল।

বন্ধুকে জীবন দিয়ে বাঁচাল নবম শ্রেণির ছাত্র, মালদায় শোকের ছায়া

নয়া জামানা, মানিকচকঃ বন্ধুর জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বাজি রাখল ১৫ বছরের এক কিশোর। বুধবার মালদার মানিকচকের নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন কালিন্দ্রী নদীতে ঘটে এই করুণ ঘটনা। নদীতে তলিয়ে যাওয়া ওই স্কুলছাত্রের নাম সেখ রবিউল। সে মানিকচকের মথুরাপুর সেখ পাড়ার বাসিন্দা এবং মথুরাপুর বি. এস. এস. হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পরিবারের কাউকে না জানিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কালিন্দ্রী নদীতে স্নান করতে যায় রবিউল। স্নান করতে নেমে তার বন্ধু নদীর গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে। বন্ধুর

প্রাণসংশয় দেখে এক মুহূর্ত দেরি না করে নদীতে ঝাঁপ দেয় সেখ রবিউল। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বন্ধুকে তীরের দিকে ঠেলে দিয়ে নিরাপদে উদ্ধার করতে পারলেও, তীব্র স্রোতের টানে নিজে নদীর জলে তলিয়ে যায়।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমায়। খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এনডিআরএফ ও ডিএমজি-র যৌথ টিম নদীতে নেমে উদ্ধারকাজ ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তলিয়ে যাওয়া ওই ছাত্রের সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় রবিউলের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রয়াত ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শ্রীরাম খরিয়া, শোকের ছায়া এলাকায়

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির পরিচিত ব্যবসায়ী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাম খরিয়া প্রায় ৮৫ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সোমবার গভীর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।মঙ্গলবার তাঁর মরদেহ দিল্লির হাসপাতাল থেকে

ময়নাগুড়িতে নিজ বাসভবনে ফিরিয়ে আনা হয়। বুধবার সকালে হাজারো শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়পরিজন ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপস্থিতিতে ময়নাগুড়ি মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন শ্রীরাম খরিয়ার প্রয়াণে ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সমিতির সম্পাদক সমিত সাহা জানান, প্রয়াত সমাজসেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং একটি শোকসভার আয়োজন করা হবে।

জাতীয় কাবাডি মেলায় আলিপুরদুয়ার

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের বারোবিশা পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে আয়োজিত ৩৪তম জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতার জমকালো সমাপ্তি ঘটল। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির পরিচালনায় গত ২৪ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই ক্রীড়া আসরকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়।দেশের ১০টি রিজিওন থেকে আগত মোট ৭২০ জন খুদে প্রতিযোগী এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। মোট ১৫০টি ম্যাচের মধ্যে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১২৬টি ম্যাচ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ম্যাচগুলি ৫টি পৃথক কোর্টে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাটির মূল আকর্ষণ ছিল এর ম্যাসকট ‘গব্বর’, যা

জলদাপাড়ার বিখ্যাত একশৃঙ্গ গণ্ডারের আদলে তৈরি করা হয়েছে।ম্যাচগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, আধিকারিক এবং রাজ্য কাবাডি কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা। প্রতিকূল আবহাওয়া বা বৃষ্টি এড়াতে কোর্টগুলিতে জল নিষ্কাশনের বিশেষ ব্যবস্থা এবং রাতে খেলার জন্য পর্যাপ্ত আলোর আয়োজন করা হয়েছিল। খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের থাকা-খাওয়ার চমৎকার সুব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে নতুন রূপে সাজানো হয়। জাতীয় স্তরের এই আয়োজন বারোবিশা সহ সমগ্র জেলার ক্রীড়াপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের মনে এক দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে।

খেলার মাঠে মর্মান্তিক অঘটন, কাবাডি টুর্নামেন্টে প্রাণ হারাল ১৬ বছরের সঞ্জীব

নয়া জামানা, কোচবিহারঃ দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্ট্রোলের হাট এলাকায় এক আট দলীয় কাবাডি টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো সঞ্জীব সরকার নামের এক কিশোরের। কালমাটি দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ চলার সময় প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে আচমকাই মাঠে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে।উপস্থিত খেলোয়াড় ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, তবে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সঞ্জীবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ

হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।এই ঘটনার পর স্থানীয় টুর্নামেন্টগুলোতে পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি নিরাপত্তার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে ঠিক কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। একজন তরতাজা কিশোর খেলোয়াড়ের এমন অকালপ্রয়ানে পরিবার, সতীর্থ ও গোটা এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 6

রাখিবন্ধনে চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণে বিশেষ উদ্যোগ ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাখিবন্ধন উৎসবের আবহেই পরিবেশ রক্ষার অনন্য বার্তা দিল ময়নাগুড়ি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ সমাজ সংস্থা। প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসবের সূচনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেন সংগঠনের সদস্যরা। সংস্থার পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ির হাসপাতাল পাড়া মহাশ্মশান, ঐতিহাসিক পেটকাটি মন্দির চত্বর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রোপণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ।পরবর্তীকালে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে প্রায় পাঁচশত চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। কর্মসূচির

বিষয়ে প্রবীণ শিক্ষক পবন কুমার ঘোষ জানান, প্রাক্তনী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতি বছর রাখিবন্ধনের আগে তাঁরা এই উদ্যোগ নেন। গাছ লাগানোর উপকারিতা এবং পরিবেশ রক্ষায় গাছের গুরুত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সচেতন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। উৎসবের আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার এই বার্তা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ময়নাগুড়িতে প্রশাসনিক অভিযান

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ময়নাগুড়ি বাজারে যৌথ অভিযান চালালেন ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) সৌমেন দাস ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস।বুধবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ময়নাগুড়ি বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঘুরে চাল, ডাল, বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং পেঁয়াজের দামের তদারকি করেন। বর্তমানে কাঁচালঙ্কা সহ একাধিক জরুরি সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া

হওয়ায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বাজারদর। পরিদর্শনের সময় বেশ কয়েকজন মুদি ব্যবসায়ী কেনাবেচার উপযুক্ত পাকা বিল প্রশাসনকে দেখাতে ব্যর্থ হন। অনিয়ম রোধে ভবিষ্যতে এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এরপর আধিকারিকরা ময়নাগুড়ি নতুন বাজার ও কৃষক বাজারে অভিযান চালান। তবে সেখানে পৌঁছালে দেখা যায় পাইকারি পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন না। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং কালোবাজারি রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের প্রশাসনিক নজরদারি লাগাতার চলবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ব্লক আধিকারিকরা।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় বীজ-রাখির বার্তা বর্ধমানে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাখি বন্ধন উৎসবকে সামনে রেখে পরিবেশ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার এক অভিনব উদ্যোগ নিল বর্ধমান সদর পেয়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বিগত পাঁচ বছর ধরে পরিবেশবান্ধব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য রাখি তৈরি করে আসছে এই সংস্থা। এ বছরও তারা প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করছে বিশেষ জৈব রাখি , যার মূল উপাদান ঝরে পড়া অশ্বত্থ পাতা এবং বিভিন্ন শাকসবজির বীজ।এই রাখির বিশেষত্ব হলো, ব্যবহার শেষে এটি মাটিতে ফেলে দিলে বা পুঁতে দিলে অশ্বত্থ পাতাটি জৈব সারের মতো কাজ করে বীজকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেয়। ফলে সেখান থেকে গজিয়ে ওঠে ভেজালহীন

টাটকা শাকসবজির চারা। বাড়ির রান্নাঘরের চারপাশের খালি জায়গায় বা বাগান তৈরি করে সহজেই বিষমুক্ত সবজি ফলানো সম্ভব, যা আমাদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, রাখি বন্ধন মূলত রক্ষার উৎসব। এই পরিবেশবান্ধব রাখির মাধ্যমে বীজের চারা তৈরি করে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি পৃথিবীটাকেও সুরক্ষিত রাখতে চাই। এছাড়া, সাধারণ খাদ্যশস্য যেমন;চাল, ধান কিংবা ডাল দিয়ে রাখি তৈরির প্রবণতা এড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। কারণ খাদ্যশস্যের অপচয় না করে তা পুনর্নবীকরণযোগ্য উপায়ে ব্যবহার করাই শ্রেয়। প্রকৃতি ও শরীর দুটোই রক্ষা পাক, এই অঙ্গীকারেই তৈরি হচ্ছে বর্ধমানের এই বিশেষ রাখি।

ইসলামপুর বাইপাসে ত্রিমুখী দুর্ঘটনায় আহত একাধিক

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর বাইপাসের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বাইক, ছোট চারচাকা গাড়ি ও টোটোর ত্রিমুখী সংঘর্ষে একাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন।স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাইক সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে যাওয়ায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ছোট চারচাকার গাড়ির সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার অভিঘাতে চারচাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি যাত্রীবোঝাই টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় একাধিক নারী ও টোটোযাত্রী আহত হন।ঘটনার পর স্থানীয়

বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যানজট মুক্ত করে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহনগুলি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাখিবন্ধনে চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণে বিশেষ উদ্যোগ ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাখিবন্ধন উৎসবের আবহেই পরিবেশ রক্ষার অনন্য বার্তা দিল ময়নাগুড়ি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ সমাজ সংস্থা।

প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসবের সূচনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেন সংগঠনের সদস্যরা। সংস্থার পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ির হাসপাতাল পাড়া মহাশ্মশান, ঐতিহাসিক পেটকাটি মন্দির চত্বর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রোপণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির

চারাগাছ।পরবর্তীকালে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে প্রায় পাঁচশত চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। কর্মসূচির বিষয়ে প্রবীণ শিক্ষক পবন কুমার ঘোষ জানান, প্রাক্তনী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতি বছর রাখিবন্ধনের আগে তাঁরা এই উদ্যোগ নেন। গাছ লাগানোর উপকারিতা এবং পরিবেশ রক্ষায় গাছের গুরুত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সচেতন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। উৎসবের আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার এই বার্তা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 7

নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান

নিশ্চিহ্ন একাধিক গ্রাম,নিখোঁজ শতাধিক

নয়া জামানা ঃ তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া নেপালের রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে একাধিক গ্রাম। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকা ফুলেফেঁপে ওঠে ভোতে কোশি নদী। প্রবল স্রোতে ভেসে যায় কয়েকটি গ্রাম এবং বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের এলাকা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১০০০ জন হড়পা বানে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন, যদিও সংখ্যাটি এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত হয়নি।রাসুয়া জেলার স্যাপ্রুবেশি ও তিমুরে এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তিব্বত সীমান্তবর্তী এই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল জলস্রোতে বাড়িঘর, গ্রাম এবং প্রকল্পের জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ ও উঁচু এলাকায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।নেপাল প্রশাসনের মতে, তিব্বতের দিক থেকে আসা ভোতে কোশি নদীতে আচমকা জলস্তর বৃদ্ধিই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর প্রভাব ত্রিশূলী নদীর অববাহিকাতেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান ও গোরখা জেলার বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।দুর্গত এলাকায় ইতিমধ্যে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু হয়েছে। তবে দুর্গম পাহাড়ি পথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট নয়।পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠকে উদ্ধার-ত্রাণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। উপদেষ্টা অসীম শাহ জানান, ক্ষতিগ্রস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন প্রধানমন্ত্রী।

২০ বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদকে স্পিকারের নোটিশ

নয়া জামানা ঃ সুপ্রিম কোর্টের পর এবার ২০ জন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদকে নোটিস পাঠালেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। মঙ্গলবার,সুপ্রিম কোর্টে শুনানির দিনই ২৫ অগস্ট এই নোটিস পাঠানো হয় বলে তৃণমূলের প্রকাশ করা চিঠির কপিতে দেখা গিয়েছে। সাত দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের।এদিন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে জানান, স্পিকার অফিস থেকে ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের ভিত্তিতে ২০ জন সাংসদকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি মন্তব্য করেন, নোটিস পাঠানো নয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করাই আসল বিষয়।এই ২০ জন সাংসদ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পরে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ। দলত্যাগবিরোধী আইন অনুযায়ী তাঁদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক।তৃণমূলের সংসদীয় দল প্রথমে এই নোটিসের বিষয়ে অবগত নন বলে জানালেও, বুধবার সকালে দলের তরফে চিঠির কপি প্রকাশ করা হয়।এনসিপিআই-র সাংসদদের তরফে এখনও এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইরান যুদ্ধে বেসামাল ট্রাম্প

গ্যাবার্ডের সতর্কবার্তা উপেক্ষার খেসারত!

নয়া জামানা ঃ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে কার্যত উভয়সংকটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দুর্দশার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ইজরায়েলের। তেহরানে হামলার আগে বারবার সতর্ক করেছিল সিআইএ, কিন্তু সে কথা কানে তোলেননি ট্রাম্প। ফলাফল, পরমাণু চুক্তি এখন বহু দূরের বিষয়, কোনওমতে হরমুজ প্রণালী খুলতে পারলেই স্বস্তি পাবে আমেরিকা।জানা যাচ্ছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলার আগে ওভাল অফিসে গোয়েন্দাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর এক সহকারী ও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানান, দশকের মধ্যে ইরান এখন সবচেয়ে দুর্বল; পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংসের এটাই সুযোগ। তবে তৎকালীন গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড সতর্ক করেছিলেন, সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করলে ইরান আরও কঠোর হয়ে উঠবে, নতুন পরমাণু-উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসন গড়ে উঠতে পারে, হরমুজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। শীর্ষ সামরিক কর্তারাও একই সতর্কবার্তা দেন।সব উপেক্ষা করে ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা চালানো হয়। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ছয় সপ্তাহে যুদ্ধ শেষ হবে। কিন্তু ছয় মাস পার হয়েও তার নিষ্পত্তি হয়নি। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর পুত্র মোজতবা সর্বোচ্চ নেতা হলেও তেহরান নতিস্বীকারে নারাজ। হরমুজ বন্ধ রাখাই এখন তেহরানের কৌশল।সূত্রের খবর, অবরোধ-নিষেধাজ্ঞার উপর ভরসা কমিয়ে এখন ইরানের অর্থনীতি ভাঙার দিকে ঝুঁকছেন ট্রাম্প, যদিও তার সাফল্য নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

২০৪৭-এর লক্ষ্যে শাহের নিরাপত্তা ব্লুপ্রিন্ট

নয়া জামানা ঃ ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিল্লিতে গোয়েন্দা ব্যুরোর জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আগামী দু'দশকের ব্লুপ্রিন্ট পেশ করেন তিনি। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে চার স্তম্ভের কাঠামো ভাগ করে দ্রুত অনুপ্রবেশমুক্ত দেশ গড়ার বার্তা দিয়ে বলেন, এই দেশ ধর্মশালা নয়।পূর্বতন সরকারগুলির দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করে মাদক পাচার, নকশালবাদ ও উত্তর-পূর্বের অশান্তি প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। জানান, তিনটি নতুন অপরাধ আইন এক বছরে কার্যকর হলে মামলা নিষ্পত্তি তিন বছরে এবং সাজার হার ২৫ শতাংশ বাড়বে। পিএফআই দমনকে সাফল্য হিসেবে তুলে ধরে 'প্রহার' কৌশল ও 'শনাক্তকরণ-বিঘ্ন-ধ্বংস' নীতিতে মাদক নির্মূলের নির্দেশ দেন।সিসিটিএনএস, নাটগ্রিডের মতো তথ্যভাণ্ডার সংযুক্ত করে এআই-ভিত্তিক গোয়েন্দা নজরদারির কথাও বলেন শাহ। জানান, ২০১৯-২৬ সালে ২৭৪ জন অর্থনৈতিক অপরাধী প্রত্যর্পিত হয়েছেন।

মোদীর বাসভবন ঘেঁষা বস্তি খালির নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবন সংলগ্ন এলাকার তিনটি বস্তি খালি করতে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। লোককল্যাণ মার্গ সংলগ্ন বিআর ক্যাম্প, মসজিদ ক্যাম্প ও ডিআইডি কলোনিতে বসবাসকারী সাড়ে তিনশোরও বেশি পরিবারকে আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে জায়গা খালি করে পুনর্বাসন কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। নির্ধারিত সময়ে স্বেচ্ছায় বস্তি খালি না হলে পুলিশি সহযোগিতায় উচ্ছেদ চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ও এলাকার মানোন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় আবাসন মন্ত্রকের 'ল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস' গত ৬ মার্চের মধ্যে বসতি খালির নির্দেশ দিয়েছিল। ডুসিব-এর মাধ্যমে সাভদা ঘেভরায় বিকল্প ফ্ল্যাটও বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাসিন্দারা স্থানান্তরিত না হওয়ায় উচ্ছেদ প্রক্রিয়া থমকে ছিল, যার জেরে আদালত এই কড়া নির্দেশ দিল।

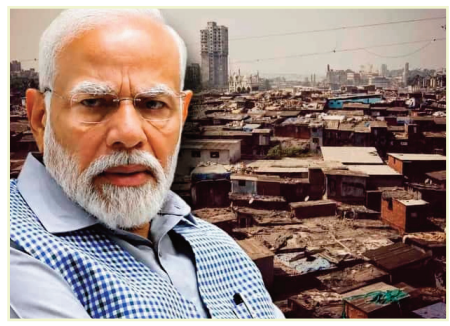

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 26-08-2026 21:23 Page 8

খেলো ইন্ডিয়ায় জোর মোদির

উলুবেড়িয়া কলেজে বিশেষ কর্মসূচি

নয়া জামানাঃ কমনওয়েলথ গেমসে ৩৯টি পদক জিতে এবার ভারতের লক্ষ্য অলিম্পিক। পাশাপাশি ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের অন্যতম দাবিদারও ভারত। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে তৃণমূল স্তর থেকে পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিভা অন্বেষণ এবং প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট দেশজুড়ে আয়োজিত হচ্ছে খেলো ইন্ডিয়া যুবা কানেক্ট কর্মসূচি, যার আওতায় বিশেষ অনুষ্ঠান হবে হাওড়ার উলুবেড়িয়া কলেজেও।দেশের ভবিষ্যৎ ক্রীড়া প্রতিভাদের খুঁজে বার করা এবং অ্যাথলিট, যুবসমাজ ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর মধ্যে অভিন্ন মঞ্চ তৈরিই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। দেশের ১৬০০-রও বেশি জায়গায় এই কর্মসূচিতে ৮ লক্ষেরও বেশি যুব অংশগ্রহণকারীকে ভার্চুয়ালি সম্বোধন

করবেন প্রধানমন্ত্রী। মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তরুণ অ্যাথলিটরা মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিজেদের সমস্যা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরতে পারবেন। আলোচনা হবে গত ১২ বছরে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোর অগ্রগতি নিয়েও।প্রতিটি জেলার দু'টি কলেজকে এই কর্মসূচির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষা লিপিকা মণ্ডল। আগের এক অনুষ্ঠানে কলেজের ১২০০-র বেশি পড়ুয়া অংশ নিয়েছিলেন, এবারও পড়ুয়াদের উৎসাহ যথেষ্ট বলে জানান তিনি।

ভারতের জয়ের পথে ফের বাধা বৃষ্টি

ফলো অন বাঁচিয়ে লিড পেল শ্রীলঙ্কা

নয়া জামানা ঃ ভারতের সহজ জয়ের পথে ফের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। বুধবার সকালে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ফলো-অনের লজ্জায় পড়ে শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ইনিংসেও যথেষ্ট চাপে ছিল লঙ্কা ব্রিগেড। শুভমান গিলরা যখন একদিন বাকি থাকতেই টেস্ট ও সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন, তখন আবারও বাগড়া দিল প্রকৃতি। নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই থামিয়ে দিতে হয় চতুর্থ দিনের খেলা। আপাতত নামমাত্র লিড রয়েছে শ্রীলঙ্কার হাতে।এই টেস্টে শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের চেয়েও বেশি ভুগিয়েছে বৃষ্টি ভারতকে। তৃতীয় দিনের শেষে তো বলই গড়ায়নি, তখনও ফলো-অন বাঁচাতে শ্রীলঙ্কার দরকার ছিল ৩৮ রান। তবে বুধবার সকালে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা সারাংশ জৈন জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে দিশেহারা করে দেন লঙ্কা ব্রিগেডকে। শেষ পর্যন্ত ফলো-অন থেকে মাত্র ১৩ রান দূরে থেমে যায় শ্রীলঙ্কা।দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নেমেও বিপাকে পড়েন ধনঞ্জয় ডি সিলভারা। চতুর্থ ওভারেই আউট হন ওপেনার লাহিরু উদারা। এরপর

পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারার সঙ্গে জুটি বেঁধে ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেন কামিল মিশারা, দুজনে গড়েন হাফসেঞ্চুরি পার্টনারশিপ। সেই কাজ এগিয়ে নেন কামিন্দু মেন্ডিস, পাসিন্দুর সঙ্গে জুটিতে তোলেন শতাধিক রান। এই তিনজন ছাড়া বাকি লঙ্কা ব্যাটাররা রান পাননি। মাত্র আট রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয় পাসিন্দুর, কামিন্দুর ব্যাট থেকে আসে ৫৫ রান। ফলো-অন সামলাতে গিয়ে ইতিমধ্যে আউট হয়েছেন ছয় ব্যাটার।আপাতত লঙ্কার স্কোরবোর্ডে ২২৯ রান। প্রথম ইনিংসে ২৯০ রানে অলআউট হয়েছিল শ্রীলঙ্কা, যেখানে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন সোনাল দিনুশা। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের মাথাব্যথা বাড়িয়ে ক্রিজে টিকে আছেন সেই শতরানকারী তারকাই। আপাতত ১৬ রানের লিড শ্রীলঙ্কার হাতে, বাকি চার উইকেট। শেষ দিনে ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা মনে হলেও, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে বৃষ্টি আবার বাগড়া দেয় কি না। এই টেস্ট জিততে না পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক আরও কঠিন হবে ভারতের জন্য।

দশজনের আল নাসেরের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন

বেঞ্চে বসে দেখলেন রোনাল্ডো

নয়া জামানা ঃ চলতি মরশুমে প্রথমবারের মতো আল নাসেরের প্রথম একাদশে নেমেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধ তাঁকে কাটাতে হয়েছে বেঞ্চে বসেই। রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়ার পরও ১০ জনের আল নাসের ৩-২ গোলে আল ইত্তিফাককে হারিয়ে লিখেছে দারুণ এক প্রত্যাবর্তনের গল্প।ম্যাচের মাত্র ১২ মিনিটেই বিপদে পড়ে আল নাসের। আল ইত্তিফাকের মুসা দেম্বেলেকে ফাউল করার দায়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন গোলকিপার বেস্তো। এরপর ৩১ মিনিটে এবং প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোল করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল ইত্তিফাক। বিরতির সময় রোনাল্ডোকে তুলে নেন কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু, মাঠ ছাড়ার সময় যাঁর হতাশা ছিল স্পষ্ট। প্রথমার্ধে মাত্র সাতবার বল স্পর্শ করা

রোনাল্ডোর দুটি শটের একটি লেগেছিল পোস্টে।তবে রোনাল্ডোকে ছাড়াই দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আল নাসের। ৭৪ মিনিটে সাদিও মানের গোলে ব্যবধান কমে, তিন মিনিট পর সমতা ফেরান আবদুল্লাহ আল-আমারি। যোগ করা সময়ে আবারও গোল করে জয় নিশ্চিত করেন মানে, ফল দাঁড়ায় ৩-২।ম্যাচ শেষে পোস্তেকোগলু জানান, রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়া ছিল একেবারেই কৌশলগত সিদ্ধান্ত, আর দ্বিতীয়ার্ধের বদলি খেলোয়াড়রা রেখেছেন ইতিবাচক প্রভাব। এই জয়ে সৌদি প্রো লিগে তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে পূর্ণ ৯ পয়েন্টে শীর্ষে উঠে গেছে আল নাসের। স্বস্তির খবর, রোনাল্ডো চোটে পড়েননি এবং পরের ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডার্বির ক্ষত ভুলে জর্জকে উড়িয়ে

সুপার সিক্সের লড়াইয়ে মোহনবাগান

নয়া জামানা ঃ ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৪-১ গোলে হেরে ১৮ বার ডুরান্ড জয়ের স্বপ্ন ভেঙেছিল মোহনবাগানের। সেই ক্ষত ভুলে বুধবার কলকাতা লিগে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে নেমেছিল সবুজ-মেরুন। ডার্বি হারের হতাশা কাটিয়ে হাফ ডজন গোলে জিতল বাস্তব রায়ের ছেলেরা। ফলে ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ফিরল মেরিনার্সরা।শুরু থেকেই দাপট দেখায় মোহনবাগান। ১৩ মিনিটে কিয়ানের সেন্টার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সুহেল ভাট। ২৩ মিনিটে অনবদ্য টাচে গোল করেন অ্যালেক্স সাজি, মরশুমে যা তাঁর প্রথম গোল। ২৭ মিনিটে বিভান জ্যোতিকে ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখেন জর্জের অধিনায়ক রণজয় সামন্ত। ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায়

মোহনবাগান।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান সন্দীপ মালিক। ৫০ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নেমেই অভিষেকে গোল করেন সূর্যবংশী, ৪-০ এগিয়ে যায় দল। ৬১ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের থ্রু থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সুহেল। ৬৭ মিনিটে হ্যাটট্রিকের সুযোগ নষ্ট করলেও ৭৩ মিনিটে তা পূরণ করেন তিনি।শেষ পর্যন্ত ৬-০ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় তিনে উঠে এল মোহনবাগান। ৯ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভবানীপুর, ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল, আর ৯ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ইউনাইটেড কলকাতা।

আইপিএলের আগেই দল

বদলাতে পারেন যশস্বী

নয়া জামানা ঃ আইপিএল শুরুর আগেই দল বদলাতে পারেন যশস্বী জয়সওয়াল, যদিও এখনও তিনি রাজস্থান রয়্যালসেরই অংশ। রিপোর্ট অনুযায়ী, হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে তাঁর ট্রেড হতে পারে। তবে রাজস্থান সূত্রে জানা গেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়া নিয়ে যশস্বী নিজে কিছু জানাননি, তাই তাঁকে ধরেই পরের মরশুমের পরিকল্পনা চলছে। কেকেআর ও সিএসকে হার্দিককে পেতে আগ্রহী, নামে আছে রাজস্থানও। বৈভব সূর্যবংশীর উত্থানে যশস্বী কিছুটা ম্লান

হওয়ায় দল ছাড়তে চাইতে পারেন বলে ধারণা।এদিকে কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে বিতর্কে জড়ান যশস্বী ও অসিথা ফার্নান্ডো। ফার্নান্ডোর 'সেন্ড-অফ'-এ ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে কথা বলতে যান যশস্বী, এরপর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় গড়ায় মাথা ঠোকাঠুকিতে।

আন্দামানকে ক্রিকেটের মূলস্রোতে

আনার উদ্যোগ বিসিসিআইয়ের

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের মানচিত্রে এবার যুক্ত হতে চলেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বসছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির ক্রিকেট সংস্থা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর-কে অ্যাসোসিয়েট সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে।বর্তমানে ওই অঞ্চলে ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচারের দায়িত্বে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংস্থা। তবে এখনও তারা বিসিসিআইয়ের আওতাভুক্ত নয়। প্রায় ৮০০টি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দুর্গম অঞ্চলে ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে এবার বোর্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সদস্য সংস্থাগুলির কাছে প্রস্তাবটি নিয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে।অ্যাসোসিয়েট সদস্যপদ অনুমোদিত হলে আন্দামানে নিয়মিত ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের পাশাপাশি পরিকাঠামো ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে জোর দেবে বিসিসিআই। তবে এখনই ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল প্রতিযোগিতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ধাপে ধাপে ক্রিকেটারদের প্রস্তুত করে পরে মূলস্রোতের প্রতিযোগিতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।